গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৪

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৫

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৭

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ০৩ (তিন) বছরে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে ৫৮ জন ব্যক্তিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা, ১৪ জনকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, ১৩১ জনকে নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা), ১৮৮ জনকে শব্দ সৈনিক এবং ১০৭ জনকে মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী এবং ৪৭ জনকে চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী, ৩৭ জন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা, ১৩ জন প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেটভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। একই সময়ে ৩১২ জনের বেসামরিক গেজেট, ১৯ জনের যুদ্ধাহত গেজেট এবং ০১ জনের শহিদ গেজেট বাতিলের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের নেতৃত্বাধীন ৩৭টি সমিতি/সংগঠনকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত করা বেশ জটিল ও কষ্টসাধ্য। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সৎ, দক্ষ ও আদর্শবান লোকের অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে গঠিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের অনিয়মের অভিযোগে যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অনেক মামলা রুজু হয়েছে। এসব মামলা মোকাবেলায় অর্থ ও শ্রম নষ্ট হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে তাদের নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়সহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্প এবং সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। জাল ও ভুয়া সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সংগঠন, সংঘ ও সমিতি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে অধিদপ্তরে উন্নীত করে পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শাখা দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে ভাতাদি প্রদানসহ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- জামুকার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- ৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রকৃত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) সনাক্তকরণ;
- ৬০-১০০ দিনের মধ্যে রীট মামলার এসএফ প্রেরণ;
- ২০ টি সংগঠন/সমিতি প্রাকনিবন্ধন পরিবীক্ষণ;
- ৬০ টি নিবন্ধিত সমিতি পরিদর্শন।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং ক

১.১ রূপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার আলোকে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণসাধন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. ১. মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন;

২. ২. বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্গ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়সহ জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ;

২. মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ সর্বোতভাবে পূণর্বাসন;

৩. রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর শিশু-কিশোর, যুবক, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, কৃষক, মহিলা, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও সকল শ্রেণীর পেশাজীবীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অঙ্গ সংগঠন গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

৪. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন, সংঘ, সমিতি, যে নামে অভিহিত হউক না কেন, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

৫. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ;

৬. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ফিস, নবায়ন ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ;

৭. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে গৃহীত প্রকল্প পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণ

৮. সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্মৃতি, আদর্শ সংক্রান্ত সৌধ, ভাস্কর্য, যাদুঘর ইত্যাদি নির্মানের অনুমতি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

৯. প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন, সনদপত্র ও প্রত্যয়ন পত্র প্রদানে এবং জাল ও ভূয়া সনদ পত্র ও প্রত্যয়ন পত্র বাতিলের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

১০. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন।

সেকশন ২

দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২০-২১	২০২১-২০২২		
নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার উপর প্রভাব)	অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	জন	০	০	১০০০০	১১০০০	১৩০০০	১. মুবিম, ২. জামুকা, ৩. মুজাঘ , ৪. বামুকট্রা, ৫.জেপ্র, ও ৬. উপজেপ্র	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন।

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ